সংবাদ

তারিখ AUG 24 2006
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

আরও ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় : উচ্চশিক্ষার নামে ব্যবসা

বেসরকারি উদ্যোগে আরও ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে সহযোগী একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টে। রিপোর্টটিতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৭টির অনুমোদন প্রক্রিয়া প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এক বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও প্রভাবশালীমহলের চাপে এখন আর সে সিদ্ধান্ত সরকার মেনে চলতে পারছে না।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ছাড়ার সময় দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৬টি। ক্ষমতাসীন চারদলীয় জোট সরকার গত পৌনে পাঁচ বছরে আরও ৩৭টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিয়েছে। ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩টিতে। বর্তমান সরকারের আমলে ইতোমধ্যে অনুমোদিত ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৯টিতে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। ২০০৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৬টির বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট বিক্রি এবং জালিয়াতিসহ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা না থাকার অভিযোগের প্রমাণ পায় এবং তদন্ত কমিটি ২ বছর আগে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়েরই সনদ বাতিল করার সুপারিশ করে।

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমতে থাকায় ইউজিসি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দেয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এক বছর আগে। ইউজিসির সুপারিশের ২ বছর পার হয়ে গেলেও ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনটির বিরুদ্ধেই কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বরং বিভিন্ন সময় শিক্ষামন্ত্রী এম ওসমান ফারুক দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে তার অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কোন ক্ষমতাই ইউজিসিকে দেয়া হয়নি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কারা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে? অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দেশে আদম পাচারের মতো ভয়ঙ্কর অভিযোগও বিভিন্ন সময় উঠেছে। বিষয়টি কেউ গুরুত্ব না দিলেও এটি এক সময় আমাদের মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ গমনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার কোন উপাচার্যও নেই। এরপরও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কীভাবে চলছে?

এখন দেখা যাচ্ছে সরকারের শেষ সময় এসে আবার রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন বিশ্ববিদ্যালয় চালুর অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। বর্তমানে মঞ্জুরি কমিশনে আরও অর্ধশতাধিক নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আবেদন জমা পড়ে আছে। যে ১৩টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমতি দেয়া হচ্ছে, তার মধ্যে ৭টির অনুমোদন প্রস্তাব নাকি চূড়ান্ত পর্যায়ে এখন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে রয়েছে। প্রস্তাবিত এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের মধ্যে রয়েছেন বর্তমান সরকারের মৎস্য ও পশুসম্পদমন্ত্রী এবং বিএনপির অন্যতম যুগ্ম-মহাসচিব আবদুল্লাহ আল নোমান। তার বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইস্ট-ডেল্টা বিশ্ববিদ্যালয়। আরেকটি প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ মাজেদা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাগেরহাট) মূল উদ্যোক্তা বাগেরহাট সদরের বিএনপি সাংসদ, চ্যানেল আইয়ের অন্যতম কর্ণধার এবং বায়রার সভাপতি এমএএইচ সেলিম। আরও কয়েকজন উদ্যোক্তার মধ্যে রয়েছেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি এবং লক্ষ্মীপুর থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী, মিল্লার মুরাদনগরের সরকারদলীয় সাংসদ শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ, সিলেটের জকিগঞ্জ থেকে নির্বাচিত জামায়াতে ইসলামীর সাংসদ মাওলানা ফরিদ উদ্দিন। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠায় জোট সরকারের রাজনৈতিক নেতারা উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন।

বর্তমানে ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬২ হাজার ৮৫৬ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। ইউজিসির হিসাব অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় প্রতি শিক্ষার্থীর মাথাপিছু বার্ষিক গড় ব্যয় ৫৫ হাজার ১৫৫ টাকা ১৮ পয়সা। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এই ব্যয় বহন করা কতটুকু কষ্টসাধ্য, তা না বললেও বোঝা যায়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এমনিতেই উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য করার অভিযোগ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না বলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বলা শুরু করেছে। তারপরও কেন আবার নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন, তা বোধগম্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমোদনের ক্ষেত্রে ইউজিসির মূল্যায়নেরও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তদারকি দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে, যা উচ্চশিক্ষার জন্য কোনভাবেই সুখকর নয়।

আরও কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুমোদনের ফলে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বৃদ্ধি ছাড়া আর তেমন কিছু হবে বলে কেউ বিশ্বাস করে না। এ ক্ষেত্রে সরকার নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন না দিয়ে দেশের বড় বড় ঐতিহ্যবাহী পুরনো কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করতে পারে। আমরা আশা করব শিক্ষাকে পুঁজি করে এ ধরনের ব্যবসা অবিলম্বে বন্ধ করে সরকার মানসম্মত উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করবে।